আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের সমাপ্তি

আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে রোববার বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের সমাপ্তি হয়েছে। বেলা ১২টা ৫৭ মিনিটে মোনাজাত শুরু হয়। শেষ হয় ১টা ১৭মিনিটে। মোনাজাত পরিচালনা করেন তাবলীগ জামায়াতের শীর্ষ মুরুব্বি দিলির মাওলানা যোবায়েরুল হাসান।

মোনাজাতে মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

এ সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মোনাজাতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদসহ আরো অনেকে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে থেকেই মোনাজাতে অংশ নেন।

এর আগে ভোর থেকেই রাজধানীসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলিরা মোনাজাতে শরিক হতে ইজতেমাস্থলে সমবেত হন।

বিশ্ব ইজতেমার আখেরী মোনাজাতে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র হজের পর মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের আখেরী মোনাজাতে অংশ নিয়েছেন। রবিবার রাজধানীর উপকণ্ঠে তুরাগ নদীর তীরে টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব শেষ হয়।

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে আখেরী মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আশরাফুন্নেসা মোশাররফ এবং প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যগণও মোনাজাতে অংশ নেন।

দেশ এবং মুসলিম উম্মাহ'র শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। ভারতীয় ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা জোবায়রুল হাসান ২০ মিনিট স্থায়ী মোনাজাত পরিচালনা করেন।

তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার তিন দিনব্যাপী বার্ষিক জমায়েতের প্রথম পর্বে ৫৯টি দেশের কয়েক হাজার বিদেশীসহ লাখ লাখ মুসলি আখেরি মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

আখেরি মোনাজাতে অংশ নিলেন খালেদা জিয়া

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাতে অংশ নিয়ে দেশবাসী ও সমস্ত মুসলিম উম্মার জন্য শান্তি কামনা করলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। এর আগে রবিবার দুপুর ১১টা ৫০ মিনিটে বেগম খালেদা জিয়া টঙ্গীর এটলাস কারখানার ছাদে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকেই মোনাজাতে অংশ নেন তিনি।

এ সময় বিএনপির চেয়ারপারসনের সঙ্গে ছিলেন- দলের ভাইস চেয়ারম্যান সেলিমা রহমান ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র অধ্যাপক এম এ মান্নানসহ স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মীরা।

প্রসঙ্গত, মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্মেলন বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু হয় শুক্রবার এবং আজ রবিবার আখেরি মোনাজাতের মধ্যদিয়ে শেষ হলো ইজতেমার প্রথম পর্ব। চার দিন বিরতির পর ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বিতীয় পর্ব। ২ ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বিশ্ব ইজতেমা।

১৮ দলীয় জোটে যোগ দিলেন কাজী জাফর

শুধু আন্দোলনে সমর্থন নয় এবার ১৮ দলীয় জোটের শরীক হলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ। শনিবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তিনি ১৮ দলীয় জোটে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন। ফলে এটি এখন ১৯ দলীয় জোটে পরিণত হলো। এর আগে বিকেলে তিনি তার গুলশানের বাসায় দলের এক বর্ধিত সভা শেষে ১৮ দলে যোগদানের ঘোষণা দেন।

জাতীয় পার্টির যোগদান উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারপার্সনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির এই অংশের অন্য সদস্যরা হলেন, টিআইএম ফজলে রাব্বি, মাহমুদুল হাসান, এসএমএম আলম, প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. সৈয়দ শফিউল্লাহ, গোলাম মোস্তফা বাটুল, এইচ এম গোলাম রেজা, এম কে আলম চৌধুরী, নবাব আলী ও মনিরা বেগমসহ শতাধিক নেতা-কর্মী।

এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আর এ গণি, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, লে জে (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, মির্জা আব্বাস, ড.আব্দুল মঈন খান, বেগম সারওয়ারী রহমান ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল-নোমান, বেগম সেলিমা রহমান, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ড. ওসমান ফারুক, যুগ্ম-মহাসচিব আমান উলাহ আমান, সালাহ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ১৮ দলীয় জোটের লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান ড. কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ, জামায়াত ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ডাঃ রেদোওয়ান উলাহ শাহদী, খেলাফত মজলিশের চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ, ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ নেজামী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার লুৎফর রহমান, কল্যাণ পার্টির সভাপতি মে জে (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, , বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, ইসলামিক পার্টির সভাপতি এডভোকেট আব্দুল মোবিন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি এইচএম কামরুজ্জামন খান, ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ারম্যান খন্দকার গোলাম মোর্তুজা, বাংলাদেশ ন্যাপের সভাপতি জেবেল রহমান গণি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির শেখ শওকত হোসেন নীলু, বাংলাদেশ পিপলস লীগের গরীবে নেওয়াজ, ন্যাপ ভাসানীর শেখ আনোয়ারুল হক, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের শায়েখ আব্দুল মোবিন, ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি সাইফুদ্দিন মনিও উপস্থিত ছিলেন।

যোগদান পর্বশেষে ১৯ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন খালেদা জিয়া। বৈঠকে ২৯ জানুয়ারি জোটঘোষিত কালো পতাকা মিছিল বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া নির্দলীয় সরকারের দাবিতে করণীয় নিয়েও আলোচনা হয়।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করুন

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

নির্বাচন-পরবর্তী দমন অভিযানে বিরোধী দলের সদস্যদের হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। সোমবার সংস্থাটি তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যদের কথিত 'ক্রসফায়ার' হত্যাকান্ডকে আতঙ্কজনক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে সংস্থাটির দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস জানিয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর বিপুলসংখ্যক বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনী যাদেরকে হেফাজতে নেয়, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেয়ার জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির সদস্যদের নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনী বিরোধী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত রেখেছে। নিরাপত্তা বাহিনী দাবি করেছে, গ্রেফতারের পর যারা মারা গেছে, সেটা হয়েছে 'ক্রসফায়ারে'।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়াবিষয়ক পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলেন, "আমরা বাংলাদেশে বিরোধী দলের সদস্যদের কথিত 'ক্রসফায়ারে' হত্যার আতঙ্কজনক চিত্র দেখছি। বাংলাদেশ সরকারের উচিত নিরাপত্তা বাহিনীর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং এসব মৃত্যুর নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করা।"

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের কয়েকটি ঘটনা পর্যালোচনা করেছে। এতে বলা হয়, সাতক্ষীরা জেলা ছাত্রদল নেতা আজহারুল ইসলাম ২৭ জানুয়ারি নিহত হন। এর এক দিন আগে নির্বাচন-পূর্ব সহিংসতার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বিরোধী দলের 'গোপন আস্তানা'র খোঁজে যাওয়ার সময় সংগঠিত বন্দুকযুদ্ধে তিনি নিহত হন।

সাতক্ষীরায় ছাত্রশিবিরের দুই সদস্যও ২৬ জানুয়ারি একই পরিণতি ভোগ করে। পুলিশ জানায়, গ্রেফতারের এক দিন পর সংগঠিত বন্দুকযুদ্ধে আহত হয়ে আবুল কালাম ও মারুফ মারা গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুই ছাত্র যৌথবাহিনীকে সন্দেহভাজনদের গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার সময় তারা হামলার মুখে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের তিন কর্মকর্তা আহত হয়েছে।

জামায়াতের আরেক নেতা তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম গ্রেফতার হওয়ার এক দিন পর ২০ জানুয়ারি কথিত 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন। পুলিশ জানিয়েছে, জামায়াত কর্মীদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখার স্থান দেখিয়ে দিতে নেয়ার সময় তিনি মারা যান।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়, নিরাপত্তা হেফাজতে হত্যাকান্ড অনেক বেড়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ জানায়, তারা হামলার মুখে পড়ার পরই কেবল গুলি চালিয়েছে।

এভাবে নিহত হওয়াদের মধ্যে বিএনপির দুই সদস্যও রয়েছেন। নির্বাচন-পূর্ব অন্যতম সহিংস ঘটনার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তারা হলেন আতিকুল ইসলাম ও গোলাম রাব্বানী। ১৪ ডিসেম্বর ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের গাড়িবহরে হামলা-সংক্রান্ত মামলায় তারা ফেরারি ছিলেন। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, হামলাকারীরা আওয়ামী লীগের চারজনসহ মোট পাঁচ ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। এই হামলার সাথে জড়িত থাকার জন্য পুলিশ ১৫ শ' লোকের বিরুদ্ধে মামলা করে। এদের মধ্যে আতিক ও রাব্বানীসহ ১৪ জন ছিলেন প্রধান আসামি। আতিকের এক স্বজন জানিয়েছেন, গোয়েন্দা পুলিশের পরিচয়ে পাঁচ থেকে ছয় ব্যক্তি ১৩ জানুয়ারি তাকে তার এক কাজিন মহিদুল ইসলামসহ বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল। পরিবার সদস্যদের পুলিশ জানিয়েছিল, আতিককে প্রথমে দেলদুয়ার থানায় এবং তারপর টাঙ্গাইল জেলা সদরদফতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২০ জানুয়ারি রাস্তার পাশে আতিকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তাতে তার মাথার পেছনে বুলেটের আঘাত ছিল। মহিদুল ইসলাম এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

স্বজনদের মতে, ১৫ জানুয়ারি বিপুলসংখ্যক লোক এসে গোলাম রাব্বানীকে নিয়ে যায়। ওইসব লোকের গায়ে র‍্যাবের মতো কালো ইউনিফর্ম থাকলেও বন্দুক ছিল না। ওই এলাকায় র‍্যাবের কোনো ক্যাম্পও ছিল না। পরে জানতে চাইলে র‍্যাব পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা রাব্বানীর আটকের ব্যাপারে কিছু জানে না। ১৯ জানুয়ারি রাব্বানীর লাশ পাওয়া যায়। লাশের মাথায় দুটি গুলির চিহ্ন ছিল, গলায় ছিল রশি। ওই লাশটি দেখে এক স্বজন জানিয়েছেন, লাশের গায়ে অনেক দাগ ছিল, তাতে বোঝা যায়, তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল।

রাব্বানীর স্ত্রী শাহনাজ বেগম হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেন, তাকে বিচারের মুখোমুখি করা যেত, অপরাধী প্রমাণিত হতে সাজাও দেয়া যেত। তিনি বলেন, 'যথাযথ বিচারে তার ফাঁসি হলেও আমি মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যা হয়েছে তা ছিল খুন। আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে এর বিচার চাই।'

ছাত্রশিবিরের এক সদস্য হিউম্যান রাইটস ওয়াচের কাছে জানিয়েছেন, গত অক্টোবরে ঢাকায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে অনেকবার কিভাবে পেটানো হয়েছে।

তিনি বলেন, সাত থেকে আটজন ঘুসি, লাথি ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে। আমার হাত দুটিতে হ্যান্ডকাফ পরানো ছিল। একজন আমাকে ধরে রাখছিল, অন্যজন পেটাচ্ছিল। আমাকে মেরে মাটিতে ফেলে দেয়া হয়। ঘটনাটি ঘটে থানায়।

তিনি জানান, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আরো দুজনের সাথে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি বলেন, পুলিশ মনে করেছিল, আমরা একই দলের সদস্য। অথচ আমি আগে কখনো ওই দুজনকে দেখিনি। তিন মাস পরে তিনি মুক্তি পান। বেশির ভাগ সময় তিনি কাশিমপুর কারাগারে ছিলেন।

তিনি বলেন, 'আমার সেলে ২০০ জন ছিল। তাদের বেশির ভাগই ১৮ দলীয় জোটের সদস্য। গরমে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কোনো বিছানা ছিল না, সবাই মেঝেতে ঘুমাত। এদের একজন ছিলেন মিরপুরের ছাত্র। তিনিও ছিলেন শিবিরের কর্মী। তাকে হাতুরি দিয়ে পেটানো হয়েছিল। তার প্রতিটি জোড়া ফুলে গিয়েছিল, তাকে যথাযথ চিকিৎসা দেয়া হয়নি। সে নিজে নিজে খেতে পারত না, কারো সাহায্য ছাড়া টয়লেটেও যেতে পারত না।'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিরাপত্তা বাহিনীর অস্ত্র ব্যবহার-সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘ নীতি অনুসরণ করতে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসঙ্ঘ নীতিতে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রথমে অহিংস পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী বাহিনী যাতে প্রতিটি ঘটনার যথাযথ প্রতিবেদন প্রকাশ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মৃত্যু এবং মারাত্মক আঘাত কিংবা এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় নির্দেশনা ও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অ্যাডামস বলেন, 'বাংলাদেশ প্রবল গতিতে মারাত্মকভাবে মানবাধিকার সঙ্কটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে সন্দেহজনক হত্যাকান্ডের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখিনি।'

তিনি বলেন, 'ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকার সময় ক্রসফায়ারে হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু এখন ক্ষমতায় এসে তা বন্ধ করতে কিছু করছে না। প্রধানমন্ত্রীর এখনই সময় হত্যাকান্ড ও নির্যাতনের নিন্দা করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়া এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা।'